DEC. 5 2000

তারিখ ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

দৈনিক ইনকিলাব

লাখ লাখ উচ্চাশিক্ষিত বেকার পরীক্ষার বাইরে থাকছে

বিশেষ শ্রেণীর কোটায় বিসিএস পরীক্ষা গ্রহণ নিয়ে প্রশ্নের মুখে পিএসসি

অলিউল্লা নোমান ॥ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যাদের জন্য বিশেষ বিসিএস পরীক্ষা নিয়ে পিএসসিতে (পাবলিক সার্ভিস কমিশন) চলছে তোলপাড়। পিএসসি'র কোন কোন কর্মকর্তা মনে করছেন, নিয়মিত বিসিএস পরীক্ষাকে পাশ কাটিয়ে শুধুমাত্র একটি শ্রেণীর জন্য বিশেষ পরীক্ষার আয়োজন করা হলে পিএসসি'র গ্রহণযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। তবে পিএসসি'র অভ্যন্তরে এ নিয়ে তুমুল আলোচনা-বিতর্ক চললেও চাকরির ভয়ে তা কেউ বাইরে প্রকাশ করতে সাহস পাচ্ছেন না।

এদিকে সরকারের উপর মহলের নির্দেশে ৭০৯টি পদ তৈরী করে নিয়োগের জন্য বিশেষ বিসিএস পরীক্ষা-২০০০ এর বিজ্ঞাপন ইতোমধ্যে তৈরী হয়ে গেছে। সূত্র জানায়, আগামী ১৫ জানুয়ারী বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিশেষ বিসিএস-এর মাধ্যমে ১১টি ক্যাডারের ৭শ'

৭-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

বিসিএস পরীক্ষা গ্রহণ নিয়ে প্রশ্নের মুখে পিএসসি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

৯ জন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে।

১১টি ক্যাডারের মধ্যে কৃষি ক্যাডারে ৬৩ জন, বিসিএস সমবায় ১ জন, বিসিএস মৎস্য ৫ জন, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ৮২ জন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহের জন্য প্রভাষক ১১ জন, বিসিএস তথ্য ২ জন, বিসিএস স্বাস্থ্য (সহকারী সার্জন) ৪৬০ জন, ডেন্টাল সার্জন ৬৬ জন, রেলওয়ে কর্মকর্তা ৩ জন, সড়ক ও জনপথে ৩ জন, বিসিএস পরিসংখ্যান ২ জন এবং বিসিএস টেলিযোগাযোগ ১৩ জন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে। সূত্র জানায়, এসব পদের জন্য শুধুমাত্র মুক্তিযোদ্ধা সন্তানরাই আবেদন করতে পারবে।

সাধারণত চাকরি এবং অন্যান্য বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করতে হলে সর্বোচ্চ বয়স ৩০ হলেও বিশেষ বিসিএস পরীক্ষায় আবেদনকারীর জন্য সর্বোচ্চ বয়স ৩২ নির্ধারণ করা হয়েছে। পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ। মার্চে প্রিলিমিনারী পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠিত হবে ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। সূত্র জানায়, বর্তমান সরকারের মেয়াদ পূরণ হওয়ার আগেই যাতে তাদের নিয়োগ চূড়ান্ত করা যায় এ লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করা হচ্ছে। বিশেষ বিসিএস-এর পর অনুষ্ঠিত হবে ২১তম বিসিএস পরীক্ষা।

এদিকে বিশেষ কোটার নামে বিশেষ বিসিএস পরীক্ষার আয়োজন করায় বিভিন্ন মহলে ব্যাপক ক্ষোভ ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। লাখ লাখ উচ্চ শিক্ষিত বেকার যুবককে বাইরে রেখে ২১তম বিসিএসকে পাশ কাটিয়ে এই পরীক্ষা আয়োজনে ক্ষোভ দানাবেঁধে উঠেছে শিক্ষিত তরুণদের মাঝে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও বিশেষ বিসিএস পরীক্ষার আয়োজনে প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে পিএসসির বিরুদ্ধে।

গণতান্ত্রিক কর্মী শিবিরের সভাপতি কমরেড নূরুল হক মেহেদী এক বিবৃতিতে বিশেষ বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিশেষ দলের লোক নিয়োগের প্রস্তুতির সংবাদে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এ অবস্থা চলতে থাকলে প্রশাসন সৎ, যোগ্য ও মেধাবী লোকের অভাবে অচল হয়ে পড়বে।

বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেন, মেধাবী শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার মান ইতিমধ্যে অপ্রত্যাশিত নিচে নেমে গেছে, ভুল চিকিৎসার ফলে রোগী মারা যাচ্ছে। তিনি বলেন, ২০তম বিসিএস পরীক্ষায় যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থীদের বঞ্চিত করে ছাত্রলীগের চিহ্নিত ক্যাডারদের নিয়োগদানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। আবারও বিশেষ বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে দলীয় লোক নিয়োগ করলে তা জাতির জন্য এক মহাসর্বনাশ ডেকে আনবে।